সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৯০
WEEKLY BOOKLET:290

আমীরে আহলে সুন্নাতের ওমরা

মদীনা শরীফের হাজিরী সম্বলিত

২০২২

- ওমরার ফযীলত
- মক্কা শরীফে এক রাত
- প্রিয় নবী ﷺ এর দরবারে প্রথম হাজিরী
- মদীনা শরীফে শেষ রাত

উপস্থাপক
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

আবেদন

হজ্ব হোক বা ওমরার সফর, মদীনার হাজিরী হোক বা মক্কায়ে পাকের উদ্দেশ্য, হারামাইনে তাইয়্যিবার মুবারক সফর খুবই আনন্দময় ও মনোমুগ্ধকর হয়ে থাকে, এমন কোনো আশিকে রাসূল নেই, যে নিজের অন্তরে মক্কায়ে পাক ও মদীনায়ে তায়্যিবা দেখার আগ্রহ পোষণ করে না। মদীনায়ে পাকের হাজিরী হলো মুমিনের জন্য মেরাজ স্বরূপ, মদীনায়ে পাকের হাজিরী লাভকারী সৌভাগ্যবান আশিকে রাসূল নিঃসন্দেহে ঈর্ষনীয়। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে বারবার মক্কায়ে পাক ও মদীনা মুনাওয়ারার হাজিরী দ্বারা ধন্য করো।

ওঅ মদীনা জু কাওনাইন কা তাজ হে　　জিস কা দীদার মুমিন কা মেরাজ হে
জিন্দেগী মে খোদা হার মুসলমান কো　　ওঅ মদীনা দেখা দেয় তো কেয়া বাত হে

اَلْحَمْدُ لِلّٰه ২০ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিজরী, ১৫ নভেম্বর ২০২২ইং আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ওমরা শরীফের মাধ্যমে মদীনার সফরের সৌভাগ্য লাভ করেন। এই সংক্ষিপ্ত সফর ছিলো ৫ দিনের। এই পুস্তিকাটি সংকলন করার জন্য দা'ওয়াতে ইসলামীর বিভিন্ন ভিডিও, বিশেষকরে খলিফা ও জানশীনে আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত মাওলানা উবায়েদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর সাহায্য নেয়া হয়েছে। এই পুস্তিকায় আমীর আহলে সুন্নাতের ওমরা সম্পর্কীত আদব ও আবেগে নিমজ্জিত কার্যকলাপ, হৃদয়গ্রাহী মদীনার হাজিরী ও বিদায়ের বর্ণনা রয়েছে। আশিকে মদীনা আমীরে আহলে সুন্নাতের **দয়ালু নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরীর ঈমানোদ্দীপক বর্ণনা আশিকদের জন্য খুবই আগ্রহান্বিত প্রমাণিত হবে। اِنْ شَآءَ الله তা পাঠ করে নবী প্রেম বৃদ্ধি পাবে এবং মদীনার প্রেমে অস্তিরতা নসীব হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه খুবই হৃদয়গ্রাহী অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। সম্পূর্ণ পুস্তিকাটি অধ্যায়ন করুন। পুস্তিকায় এই মদীনার সফরের ভিডিওর লিঙ্কও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যা স্ক্যান করে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখাও যাবে।

(মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْهُ)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ

আমীরে আহলে সুন্নাতের ওমরা ও মদীনা পাকের হাজেরী (২০২২)

জা'নশিনে আমীরে আহলে সুন্নাতের দোয়াঃ হে **আল্লাহ পাক**! যে ব্যক্তি এই **"আমীরে আহলে সুন্নাতের ওমরা ও মদীনা পাকের হাজিরী (২০২২)"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে তাকে হারামাইনে তায়্যিবাইনের জ্বলওয়া নসীব করো, বারবার প্রিয় কাবা ও প্রিয় মদীনা দেখাও এবং তাকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযিলত

খাতামুল মুহাদ্দিসীন, শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: আমাকে আমার পীর ও মুর্শিদ হযরত শায়খ আব্দুল ওয়াহাব মুত্তাকী (رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه) যখনই মদীনা থেকে বিদায় দিতেন তখন বলতেন: হজ্বের সফরে ফরযের পর দরূদের চেয়ে বড় কোনো দোয়া নেই। নিজের সম্পূর্ণ সময় দরূদ দ্বারা পরিবেষ্টিত করে নাও এবং নিজেকে দরূদের রঙে রাঙিয়ে নাও। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/১০৪)

হার দাম মেরি যবাঁ পর দুরুদ ও সালাম হো
মেরি ফুযুল গোয়ী কি আদত নিকাল দো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওমরার ফযিলত

হে আশিকানে রাসূল! ওমরা শরীফ খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত, আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রকাশ্য হায়াতে মুবারাকায় একটি হজ্ব ও চারটি ওমরা আদায় করেছেন। (বুখারী, ১/৫৮৭, হাদীস ১৭৭৮) "ওমরার শাব্দিক অর্থ হলো যিয়ারত করা, পবিত্র শরীয়তে এর অর্থ হলো নির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষে বায়তুল্লাহ শরীফের যিয়ারত করা।" (তাফহিমুল বুখারী, ৩/৮৮)

ওমরা শরীফের ফযীলতের কথা কি বলবো! বুখারী শরীফে রয়েছে: এক ওমরা দ্বিতীয় ওমরার মধ্যবর্তী গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। (বুখারী, ১/৫৮৬, হাদীস ১৭৭৩)

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: ওলামায়ে কিরাম বলেন: দুই ওমরার মধ্যকার সগীরা গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায়। (মিরআতুল মানাজিহ, ৪/৮৪)

আসুন! এবার আমীরে আহলে সুন্নাতের ওমরা শরীফের অবস্থা পাঠ করি:

আমীর আহলে সুন্নাতের দুবাই থেকে জেদ্দা শরীফের যাত্রা

আশিকে মদীনা আমীর আহলে সুন্নাত, নিগরানে শূরা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী এবং হাজী আলী রযা[১] তার ছেলে হাসান রযাকে নিয়ে মদীনায়ে তায়্যিবার হাজিরীর জন্য নিজেদের বাসস্থান "আরব আমিরাত" থেকে জেদ্দার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন, আমীরে আহলে সুন্নাতে শাহজাদা, আলহাজ্ব উবায়েদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِ তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান ও পরিবারসহ স্বাগত জানানোর জন্য যেনো পূর্বেই আরব শরীফের পবিত্র পরিবেশে পৌঁছে গিয়েছিলেন। ২০ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিজরী, ১৫ নভেম্বর ২০২২ইং রোজ মঙ্গলবার ওমরা শরীফ আদায়ের জন্য মক্কায়ে পাকের মনমুগ্ধকর সফর শুরু হলো।

বৃদ্ধ বয়সে ওমরা শরীফ

আমীর আহলে সুন্নাত বিলাদত শরীফ (শুভজন্ম) ২৬ রমযানুল মুবারক ১৩৬৯ হিজরী, ১২ জুলাই ১৯৫০ সালে হয়, অতএব হিজরী সন অনুযায়ী তাঁর বয়স তখন হয়েছিলো ৭৪

১. হাজী আলী রযা ভাইয়ের বাড়ি পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে আর তিনি আমীরে আহলে সুন্নাতের খেদমতে থাকেন।

বছর। সাধারনত এই বয়সে যেই বার্ধক্য ও দূর্বলতা বিরাজ করে, তা সজ্ঞান লোকেরা বুঝতে পারবেন, দেখতে ছোট কাজ অযু করাও কঠিন হয়ে যায়, এই বয়সের মানুষের জন্য লাঠি ছাড়া চলাফেরা করাই অনেক বড় নেয়ামত। কেউ সুন্দর বলেছেন:

দস্ত ও পা গোশ ও যবাঁ হুশ মে হে করনা হে জু অর লে আজ হি

অর্থাৎ (সাধারণত) বার্ধক্যে হাত, পা কাঁপে, জিহ্বা কাঁপতে থাকে এবং শ্রবণশক্তি কমে যায়, অতএব এখন এই যৌবনে হাত, পা, কান ও জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, আজই যা নেক কাজ করার করে নাও।

যৌবনে ইবাদত করে নিন

নিজের যৌবন নামক নেয়ামতের সদ্যবহার করে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদত ও আনুগত্যের কাজে সময় ব্যয় করুন, শুধুমাত্র বৃদ্ধ বয়সে ইবাদত করার চিন্তাধারা অলিক কল্পনা এবং দীর্ঘ আশারই নামান্তর, ধরুন বার্ধক্যে পৌঁছাতে সফল হয়েও গেলেন কিন্তু হাত, পা, কান, চোখ ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে অক্ষমতা প্রকাশ করবে, অন্যান্য ইবাদত তো দূরের কথা ফরয নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা কঠিন হয়ে যাবে। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত

মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

উতারতে চান্দ ঢলতি চাঁদনি জু হো সাকে করলে
আন্ধেরা পাক আতাহে ইয়ে দু'দিন কি উজালি হে

(হাদায়িক বখশীশ, ১৮২ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখা: হে যুবক! তোমার যৌবনকে মূল্যায়ন করো এবং যত ইবাদত করার করে নাও, মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে এবং অতিশীঘ্রই কবরের কালো রাত্রি হবে, জীবনের আলো তো মাত্র দু'দিনের, তা খুব দ্রুত শেষ হতে চলেছে। হুযুর মুফতীয়ে আযম মাওলানা মুস্তফা রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

রিয়াযত কে এহি দিন হে বুড়াপে মে কাহা হিম্মত
জু কুছ করনা হে আব করলো আভি নূরী জাওয়াঁ তুম হো

(সামানে বখশীশ, ১৬০ পৃষ্ঠা)

আত্তারের ইচ্ছা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! একদিকে ওমরা শরীফের রুকনগুলো আদায়ের ব্যাপার, অপরদিকে ৭৪ বছর বয়সী বৃদ্ধ, দূর্বলতা ও অক্ষমতাও রয়েছে, কিন্তু আত্তারের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা হলো যে, জীবনে কখনো হুইল চেয়ারে করে তাওয়াফ করেননি। এখনও পায়ে হেঁটে কাবার চারপাশে তাওয়াফের মুগ্ধতা উপভোগ করতে চাই, ব্যাস যেই ইচ্ছা সেই

কাজ! মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য যমযম শরীফের পানি পান করে দুই থেকে তিনবার দোয়া করলেন। একবার জেদ্দা শরীফ থেকে মক্কায়ে পাকের উদ্দেশে যাত্রা করার সময়, দ্বিতীয়বার মসজিদুল হারাম শরীফে তাওয়াফের পূর্বে। **আল্লাহ পাক তাঁর** নেক বান্দার প্রতি অনুগ্রহ ও রহমতের এমন বর্ষণ করলেন যে, শুধু তাওয়াফ নয় বরং সাঈতেও হুইল চেয়ারের প্রয়োজন হয়নি এবং এমন দয়া হয়েছে যে, এই আরাকানগুলো একই অযুতে আদায় হয়ে গেছে। এই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতায় আত্তারের হৃদয় **আল্লাহ**র দরবারে অবনত হয়ে গেলো এবং তিনি সিজদায়ে শোকর আদায় করলেন।[১]

---

১. যমযম শরীফ পান করে দোয়া করা কবুল হওয়ার নিকটবর্তী। হযরত ইমাম ইমাম আবু জাকারিয়া ইয়াহিয়া বিন শরাফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সেই ব্যক্তির জন্য মুস্তাহাব হলো, যে ক্ষমা বা রোগ ইত্যাদি থেকে নিরাময়ের জন্য যমযমের পানি পান করতে চায়, সে যেনো কিবলামুখী হয়ে بِسْمِ الله পাঠ করো, অতঃপর বলে: হে **আল্লাহ**! আমি এই হাদীসটি পেয়েছি যে, **তোমার রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যমযমের পানি সেই উদ্দেশ্যের জন্য, যে উদ্দেশ্যে তাকে পান করা হয়।" (ইবনে মাজাহ, ৩/৪৯০, হাদীস ৩০৬২) (অতঃপর এভাবে দোয়া করবে, যেমন;) হে **আল্লাহ পাক**! আমি এটি পান করছি, যাতে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও অথবা হে **আল্লাহ পাক**! আমি এটি পান করছি, এর মাধ্যমে আমার রোগ থেকে নিরাময়ের জন্য, **হে আল্লাহ**! ব্যস তুমি আমাকে আরোগ্য দান করো এবং এরই মতোই (অর্থাৎ প্রয়োজন অনুসারে এরূপ ভিন্ন ভিন্ন দোয়া করবে)। (আল ইযাহ ফি মানাসিকিল হজ্ব লিন নববী, ৪০১ পৃষ্ঠা)

ইয়ে যমযম ইস লিয়ে হে জিস লিয়ে পিয়ে কোয়ি
ইসি যমযম মে জান্নাত হে ইসি যমযম মে কাউসার হে

(যওকে নাত, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদুল হারাম শরীফে হাজিরী ও কাবার যিয়ারত

২০ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিজরী, ১৫ নভেম্বর ২০২২ইং, রোজ মঙ্গলবার ওমরা শরীফ আদায় করার ছিলো, ওমরার ইহরাম বেঁধে নিয়্যত করে তালবিয়া অর্থাৎ " لَبَّيْكَ ط اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط اِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَاشَرِيْكَ لَكَ ط" পাট করতে করতে কাফেলা মক্কার পানে রওয়ানা হরো। মক্কা শরীফের হোটেলে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর মসজিদুল হারাম শরীফের দিকে রওয়ানা হলো, মসজিদুল হারাম শরীফে ডান পা রেখে প্রবেশ করতেই তিনি উচ্চস্বরে (সম্ভবত থাকা আশিকানে রাসূলকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার নিয়্যতেই) ইতিকাফের নিয়্যত করতে গিয়ে " نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف" পাঠ করেন। পবিত্র কাবার দিকে পা অগ্রসর হচ্ছিলো, যখনই মাতাফ (অর্থাৎ তাওয়াফের করার স্থানে) পৌঁছলেন, মহিমান্বিত ও সুন্দর দৃশ্য চোখের সামনে ছিলো।

কাবা শরীফের দৃশ্য তার সমস্ত সৌন্দর্য সহকারে দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান ছিলো, চোখের অশ্রু প্রবাহিত হয়ে গেলো আর অশ্রুসিক্ত নয়নে কাবা শরীফকে দীদার করতেই হাত দোয়ার জন্য উঠে গেলো, **আল্লাহ পাকে**র দরবারে কেঁদে কেঁদে দোয়া ও আকুতি মিনতি শুরু হয়ে গেলো।

খানায়ে কাবার তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদের ইস্তিলাম

কিছুক্ষণ এই হৃদয়গ্রাহী অবস্থায় কাটানোর পর খানায়ে কাবার তাওয়াফ করার জন্য তিন নিঃশ্বাসে যমযমের পানি পান করে ইস্তেবা[১] করলেন এবং অতঃপর بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ পাঠ করে তিনবার হাজরে আসওয়াদকে ইসতিলাম[২] করে তাওয়াফ শুরু

---

১. অর্থাৎ চাদর ডান বগলের নিচে দিয়ে বের করে এর উভয় প্রান্ত বাম কাঁধে এমনভাবে দিন যেনো ডান কাঁধ খোলা থাকে। (রফিকুল মু'তামিরিন, ৪২ পৃষ্ঠা)

২. রফিকুল মু'তামেরিনে রয়েছে: যদি সম্ভব হয় তবে হাজরে আসওয়াদ শরীফে উভয় হাতের তালু এবং এর মাঝখানে মুখ রেখে এভাবে চুম্বন করুন যেনো শব্দ সৃষ্টি না হয়। ভিড়ের কারণে যদি চুম্বন করা সম্ভব না হয়, তবে অন্যকে কষ্ট দিবেন না এবং নিজেও ধাক্কাধাক্কি করবেন না বরং হাত অথবা লাঠি দিয়ে হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করে তা চুম্বন করে নিন, যদি তাও সম্ভব না হয় তবে হাতের ইশারা করে নিজের হাতে চুম্বন করে নিন, এটাও কম কি যে, **মক্কী মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখ মোবারক রাখার স্থানে আপনার দৃষ্টি পড়েছে। হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেয়া বা লাঠি কিংবা

করে দিলেন। প্রথম তিন চক্করে রমল[১] করলেন। তাওয়াফের সময় মুখে বিভিন্ন দোয়ার পাশাপাশি দরুদ শরীফ এবং মাঝে মাঝে অশ্রুসিক্ত নয়নে এই দোয়া সূচক পংক্তিটি বারবার পুনরাবৃত্তি করতে রইলেন:

মুসলমান হে আত্তার তেরি আতা সে
হো ঈমান পর খাতেমা ইয়া ইলাহি

سُبْحٰنَ اللّٰہ! سُبْحٰنَ اللّٰہ! কিরূপ হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক মুহুর্ত এবং দৃশ্য ছিলো তা, যখন **আল্লাহ পাকে**র একজন প্রিয় নেককার বান্দা কেঁদে কেঁদে তাঁর ঘরের তাওয়াফ করছে।

তাসাদ্দুখ হো রাহে হে লাখো বান্দোঁ গিরদে ফির ফির কর
তাওয়াফে খানায়ে কাবা আজব দিলচসফ মনযর হে

(যওকে নাত, ২৫৩ পৃষ্ঠা)

মকামে ইব্রাহিমের হাজিরী

মু'তামির (অর্থাৎ ওমরাকারী) তাওয়াফের সাত চক্করের পর মকামে ইব্রাহীমের নিকটে জায়গা পেলে তো উত্তম, অন্যথায় মসজিদে হারাম শরীফের যেখানেই জায়গা পাবে

☜হাত দ্বারা স্পর্শ করে চুম্বন করা অথবা হাতের ইশারা করে তা চুম্বন করাকে "ইসতিলাম" বলা হয়। **(রফিকুল মু'তামিরিন, ৪৩ পৃষ্ঠা)**

১. অর্থাৎ দ্রুত ছোট ছোট দূরত্বে পা রাখতেন, কাঁধ নাড়িয়ে নাড়িয়ে চলতেন, যেমনটি শক্তিশালী ও বাহাদুর লোকেরা চলে থাকে। **(রফিকুল মু'তামিরিন, ৪৫ পৃষ্ঠা)**

মাকরুহ সময় না হলে তবে দুই রাকাত তাওয়াফের নামাজ আদায় করা ওয়াজিব। (বাহারে শরীয়ত, ১/১১০২) আমীরে আহলে সুন্নাত তাওয়াফের নামাজ আদায় করে "মকামে ইব্রাহিম" এর নিকট দোয়া করেন। (রফিকুল মু'তামিরিন, ৬৩ পৃষ্ঠায় এই দোয়া লিপিবদ্ধ রয়েছে)

মুলতাজাম শরীফের হাজিরী

তাওয়াফের নামাযের পর মুলতাজাম[১] এর হাজিরী দেয়া সুন্নাত, আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর সাথে ওমরা পালনকারীদের মুলতাজামে হাজিরী দেয়ার পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: আমরা মুলতাজামের ডান দিকে হাজিরী দিবো, যেহেতু কাবার দেয়াল ও গিলাফে অনেক সুগন্ধি লাগানো থাকে আর মুহরিম (অর্থাৎ ইহরাম অবস্থায়) সুগন্ধি থেকে বিরত থাকতে হবে, এই কারণে সেখানে জড়িয়ে ধরা এবং হাত ইত্যাদি লাগানো থেকে সর্তক থাকবেন। **আল্লাহ পাক** যতক্ষন চেয়েছেন, আমীরে তাহলে সুন্নাত সেখানে অবস্থান করে কেঁদে কেঁদে মনে মনে দোয়া করেছেন। যমযম শরীফ পান করে

১. কাবার দরজা ও হাজরে আসওয়াদের মধ্যবর্তী অংশকে মুলতাজাম বলা হয়।

পুনরায় দোয়া করে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সাঈ করার জন্য সাফা মারওয়ার দিকে রওয়ানা হলেন।

সাঈ এবং মাথা মুন্ডন

সাঈ এর সাত চক্কর দিয়ে দুই রাকাত সাঈর নামায আদায় করা মুস্তাহাব। (দুররে মুখতার, ৩/৫৮৯) সাঈর নামায আদায় করে তিনি মসজিদুল হারাম শরীফ থেকে বাইরে এসে গেলেন। হোটেলের দিকে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে **সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী মুহাম্মদে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদত শরীফের সম্মানিত ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন পরম ভক্তি ও ভালবাসা সহকারে সেই দিকে হাত তুলে হাতকে চুম্বন করে নিলেন। যখন হোটেলে এলেন তখন চুল মুন্ডনকারী ইসলামী ভাই উপস্থিত ছিলো, তিনি চুল মুন্ডনের কিছু মাদানী ফুল বর্ণনা করে চুল মুন্ডন করালেন আর এভাবেই اَلْحَمْدُ لِلّٰه ওমরা শরীফ সম্পন্ন হয়ে গেলো। তিনি লিখেন:

শরফ মুঝ কো ওমরে কা মওলা দিয়া হে
করম মুঝ গুনাহগার পর ইয়ে বড়া হে

(রফিকুল মু'তামিরিন)

প্রতি অজুর বিনিময়ে একটি কাফফারা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুহরিম (অর্থাৎ ইহরাম পরিধান কারী) এর ইহরামের প্রয়োজনীয় মাসআলা শিখা আবশ্যক। আমীরে আহলে সুন্নাতের মুবারক অভ্যাস হলো যে, হজ্বের সফর হোক বা ওমরা শরীফ, তিনি ইহরামরত অবস্থায় প্রতি অজুর বিনিময়ে সাবধানতাবশত একটি "সদকায়ে ফিতর" **আল্লাহ**র পথে দিয়ে থাকেন, যাতে অযু করা অবস্থায় মাথা কিংবা দাড়ি থেকে ছিড়ে যাওয়া চুলের কাফফারা হয়ে যায়। এই ওমরায় তিনি তিনবার অযু করেছেন এবং এর তিনটি সদকায়ে ফিতর আদায় করেছেন। (হজ্ব ও ওমরার প্রয়োজনিয় মাসআলা শিখার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখিত কিতাব রফিকুল হারামাইন ও রফিকুল মু'তামিরিন অধ্যায়ন করুন। এই কিতাবটি **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোডও করতে পারবেন।)[১]

---

১. মাসআলা: অযু করার সময় চুলকালে বা মাথা আঁচড়ালে যদি দুই তিনটি চুল ঝরে পরে তবে প্রতিটি চুলের বিনিময়ে এক এক মুষ্টি খাদ্যসশ্য বা এক এক টুকরো রুটি কিংবা খুরমা খয়রাত করুন এবং তিনটির বেশি ঝরে পরলে তবে সদকা দিতে হবে। যদি হাত লাগানো ব্যতীত চুল ঝরে যায় বা অসুস্থ্যতার কারণে সমস্ত চুলও ঝরে যায় তবে কোন কাফফারা দিতে হবে না। **(বাহারে শরীয়ত, ১/১১৭১)**

মক্কায়ে পাকে দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালাদের জন্য আত্তারের দোয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত সকলের প্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব, এই মুবারক সফরে তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় উম্মতের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি তাঁর মুরীদ, তালিব ও ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য অনেক দোয়া করেছেন। ওমরা শরীফ করার পর একটি দোয়া পড়ুন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖن ط

হে **মুস্তফার প্রতিপালক**! ওমরা শরীফ কবুল করো। **ইলাহাল আলামিন!** মক্কায়ে পাকের পবিত্র পরিবেশ এবং হারামের শীতল বাতাস বইছে, আমার **মওলা!** উম্মতকে ক্ষমা করো। হে **আল্লাহ পাক**! বিশেষকরে সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা ও ওয়ালীকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে দাও। হে **আল্লাহ পাক**! যত **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা রয়েছে, যত **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে ভালবাসা পোষণকারী রয়েছে সকল আশিকানে রাসুলের প্রতি সর্বদার জন্য রাজি হয়ে যাও।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মক্কায়ে পাকে এক রাত

হে আশিকানে রাসূল! "মক্কায়ে পাক" হলো পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং খুবই ফযিলত পূর্ণ শহর, **আল্লাহ পাক** এর আলোচনা কুরআনে করীমেও করেছেন, আমাদের **প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৬৩ বছরের জাহেরী হায়াতে মুবারাকার ৫৩ বছর এই মুবারক শহরেই অতিবাহিত হয়েছে। আমির আহলে সুন্নাত আজকের দিন ও আসন্ন রাত মক্কায়ে পাকে কাটিয়েছেন। اِنْ شَآءَ الله আগামীকাল সকাল ৮টায় ট্রেনে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন। তিনি গভীর রাতে খাবার খেলেন, অতঃপর মক্কাতুল মুকারমার পরিবেশ থেকে বরকত অর্জনের জন্য বাহিরে বের হলেন এবং কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করেন। এইসময়েও তিনি সহানুভূতি ও কল্যাণকামণা অব্যাহত রাখেন, অনেক ইসলামী ভাইয়ের মনতুষ্টির জন্য ভিডিও ও ভয়েস মেসেজ পাঠিয়ে মাদানী ফুল ও দোয়া দ্বারা ধন্য করেন। করাচিতে (পাকিস্তান) একজন মাদানী ইসলামী ভাইয়ের অপারেশন ছিলো, আমীরে আহলে সুন্নাত কিছুটা এভাবে তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন:

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রাত প্রায় সোয়া চারটি বাজে, মক্কায়ে পাকের গলিতে হাঁটাহাটি করছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه ওমরা শরীফের সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে।

আ' ইধার রূহ কি হার তেহ মে সামোলো তুঝ কো
এ্যয় হাওয়া! তুনে তো সরকার কো দেখা হোগা

আল্লাহ আপনাকে মক্কায়ে পাকের বরকতে আরোগ্য দান করুক এবং আপনার অপারেশন সফল হোক, কোন Side effect যেনো না হয়, সাহস রাখুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শীঘ্রই আমরা মদীনার বাগানে যাচ্ছি

নিগরানে শূরা হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِى আমীরে আহলে সুন্নাতের ওমরা শরীফ করার পরের হৃদয়গ্রাহী অবস্থা কিছুটা এভাবে বর্ণনা করেন: আমীরে আহলে সুন্নাতের মক্কায়ে পাকে যেই হোটেলে রুম ছিলো, তার পাশের রুমটি ছিলো আমার। আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর রুম থেকে দুই বা তিনবার বাইরে বের হন, পুনরায় রুমে ফিরে আসার পরিবর্তে আমার রুমে তাশরীফ নিয়ে আসেন, যেহেতু আগামীকাল

সকালে বিশ্বজগতের কেন্দ্রবিন্দু, মদীনার আনন্দদায়ক সফর ছিলো, তাই হয়তো খুশিও যেনো খুশিতে দুলছিলো আর আশিকে মদীনা মদীনার স্মরণে আন্দোলিত হয়ে বিভিন্ন নাতের পংক্তি পাঠ করছিলেন। যেনো মনে হচ্ছিলো আমীরে আহলে সুন্নাত এই পংক্তির সত্যিকারের দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন:

ইয়া রব! সুয়ে মদীনা মস্তানা বান কে জাওঁ
উস শময়ে দো জাহাঁ কা পরওয়ানা বনকে জাওঁ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মদীনা না দেখলে কিছুই দেখা হয়না

আল্লাহ পাকের কোটি কোটি অনুগ্রহ যে, জীবনের বসন্তময় দিনের সূচনা হতে যাচ্ছে, আশিকদের মেরাজ **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে হাজিরীর আনন্দঘন মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। মদীনায়ে পাক রওনা হওয়ার প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্বে আশিকে মদীনার মদীনার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য দেখার জন্য এই Link এ Click করে দেখুন আর দেখুন যে, মদীনা যাওয়ার খুশি কেমন হয়ে থাকে।

https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/124244

তুমহারা করম ইয়া হাবীবে খোদা হে
মদীনা কি জানিব চলা কাফেলা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

মদীনার আদব

হে আশিকানে রাসূল! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার সেই মুবারক জায়গা যেখানে হাজিরীর আদব কুরআনে করীমে বর্ণনা করা হয়েছে। ইমাম ইশক ও মুহাব্বাত, আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: আমিরুল মুমিনীন (হযরত) ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নূরানী রওযার পাশে কাউকে উচ্চস্বরে কথা বলতে দেখলেন, তিনি বললেন: তোমার কণ্ঠস্বর কি নবীর কণ্ঠস্বর থেকে উচ্চ করছো? এবং এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন: ﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْۤا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ২) **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** "হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না ঐ অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী) এর কণ্ঠস্বরের উপর।" (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ১৫/১৬৯)

আদব গাহে চত যেরে আসমাঁ আয আরশে নাজুক তর
নাফাস গুম কারদা মি আ'য়িদ জুনায়িদ ও বায়েজিদ ই জা

অর্থাৎ আকাশের নিচে, আরশের চেয়েও স্পর্শকাতর আদব ও গৌরবের এমন একটি দরবার রয়েছে, যেখানে জুনায়েদ বাগদাদী এবং বায়েজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর মতো বড় বড় আউলিয়ায়ে কিরাম উচ্চস্বরে নিঃশ্বাসও নিতেন না।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আশিকে মদীনা, আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনায়ে পাকের আদব ও সম্মানের ঘটনারন কথা বললে তবে কিতাব হয়ে যাবে। তাঁর কাফেলায় কয়েকজন শিশুও[১] ছিলো। মদীনা শহরের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে সফর শুরু করার পূর্বে তিনি শিশুদেরকে মদীনার রাস্তার আদব বর্ণনা করেছেন, যা কিছুটা পরিবর্তন সহকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে, এতে বিশেষকরে ঐ সকল পিতামাতার জন্য বড় শিক্ষ রয়েছে, যারা হারামাইন তায়্যিবাইনের সফর, মসজিদুল হারাম শরীফ, মদীনাতুল মুনাওয়ারা, মসজিদে নববী শরীফ ইত্যাদি পবিত্র স্থানে নিজেদের সাথে অবুঝ সন্তানদের নিয়ে যান। নিজেদের সন্তানদের এই সকল বরকতময় স্থানে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে সেখানকার আদব অবশ্যই শিখান, যাতে তাদের অন্তরে এখন থেকেই ঐ সকল পবিত্র স্থানের মহত্ব ও শান গেঁথে যায়।

সাম্ভাল কর পাও রাখনা যা'ইরো! শহরে মদীনা মে
কাহিঁ এ্যয়সা না হু সারা সফর বেকার হো জায়ে

---

১. নাতি: হাজী উসাইদ রযা আত্তারী, বয়স: প্রায় ৯ বছর। দুধের সম্পর্কের নাতি: হাসান রযা আত্তারী, বয়স: প্রায় ৭ বছর। নাতি: জুনাইদ আত্তারী, বয়স: প্রায় সাড়ে তিন। নাতনি: হাবীবা আত্তারীয়া, বয়স: প্রায় ৭ বছর।

আমীরে আহলে সুন্নাতের সফরসঙ্গী শিশুদের উপদেশ

প্রিয় শিশুরা! মদীনার সফর শুরু হতে যাচ্ছে। যখন মদীনায়ে পাকের ট্রেনে বসবেন তখন মুখে কুফলে মদীনা লাগিয়ে নিবেন অর্থাৎ অহেতুক কথাবার্তা হাসিঠাট্টা ইত্যাদি করবেন না, কোন প্রয়োজনীয় কথা থাকলে তবে তা নিজের আব্বুকে বলুন। বারবার জিজ্ঞেস করা: গাড়ি কোথায় এলো? আর কতক্ষণ লাগবে? ইত্যাদি প্রশ্ন করবেন না, কেননা মদীনার সফরে মজাই মজা। নাত পড়ুন, দরূদে পাক পড়ুন, **আল্লাহ**র যিকির করতে থাকুন।

মে রাহে মদীনা কে কুরবান জাও
কেহ ইস মে সুরুর অউর মযা হি মযা হে
মদীনে মে "কুফলে মদীনা" লাগাওঁ
করম আ'প কি'জে ইরাদা মেরা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৪২ পৃষ্ঠা)

মদীনা পাকে কোন কিছুই জোরে রাখবেন না বরং একেবারে আস্তে রাখবেন, যাতে কোন শব্দ না হয়। যদি ইশকে রাসূলে কান্না আসে, তবে **আল্লাহ**র শপথ! এটি অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়।

রোনে ওয়ালী আঁখে মাঙ্গো, রোনা সাব কা কাম নেহি
যিকিরে মুহাব্বত আম হে লেকিন সুযে মুহাব্বত আম নেহি

ইয়াদে নবীয়ে পাক মে রোয়ে জু ওমর ভর
মওলা মুঝে তালাশ উচি চশমে তর কি হে

আল্লাহ পাক আমাদের মদীনায়ে পাকের আদব নসীব করো এবং মদীনায়ে পাকের সবুজ গম্বুজের শীতল ছায়ায়, **প্রিয় নবী**র জ্বলওয়ায়, কলেমা পাঠ করে, শাহাদাতের মৃত্যু নসীব করো এবং জান্নাতুল বকীতে দাফন নসীব করো।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

মদীনা সফরের সূচনা

মক্কায়ে পাক থেকে মদীনার পানে সফর অব্যাহত রয়েছে, প্রায় আড়াই ঘণ্টার এই সফর বিভিন্ন নাতের কালামের মনমুগ্ধকর পরিপূর্ণ পরিবেশে নিমজ্জিত হয়ে গেলো আর দেখতেই দেখতে ট্রেন মদীনায়ে পাকের বসন্তময় পরিবেশে প্রবেশ করতে লাগলো। এই নিন! ট্রেন মদীনায়ে পাকে প্রবেশ করলো। সবাই স্বাগত জানাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে নবীর দরবারে সালাম প্রদান করতে লাগলো। একজন আরবী ব্যক্তি এই দৃশ্য দেখছিলো, সে দূর থেকে এই মনোরম স্মৃতিময় দৃশ্যটি মোবাইল বন্দি করে নিলো। মদীনায়ে পাকের রেলস্টেশনে পৌঁছে ট্রেন থামলো এবং প্রিয় নবীর দরবারে আগ্রহভরে হাজিরী দেয়ার জন্য হোটেলে চলে গেলো।

প্রিয় নবীর দরবারে প্রথম হাজিরী

আজ রাত সত্যিকার প্রেমিকের হাবীবের দরবার যিয়ারতের রাত, আমীরে আহলে সুন্নাত নতুন পোশাক পরিধান করে চোখে খাকে মদীনার সুরমা লাগিয়ে, মুখে এই পংক্তি গুলো পড়তে পড়তে যাচ্ছিলেন:

মুজরিম বুলায়ে আয়ে হে জাউকা হে গওয়া
ফির রদ হো কব ইয়ে শান করিমোঁ কে দার কি হে

(হাদায়িকে বখশীশ, ২০৫ পৃষ্ঠা)

চালা হুঁ এক মুজরিম কি তারহা মে জানিবে আক্বা
নজর শরমিন্দা শরমিন্দা, বদন লর্যিদা লর্যিদা
কিসি কে হাত নে মুঝকো সাহারা দেয় দিয়া ওয়ারনা
কাহাঁ মে অইর কাহা ইয়ে রাস্তা পেছিদা পেছিদা

মসজিদে নববী শরীফের দিকে ধীর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে, মসজিদ শরীফের নিকট আসতেই খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, হাজী উবায়েদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এই নাতের পংক্তিটি পাঠ করেন:

মেরে তো আপ হি সব কুছ হে রহমতে আলম
মে জি রাহা হুঁ জামানে মে আপ হি কে লিয়ে

চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো এবং হাত বেঁধে:

يَا رَسُوْلَ اللهِ اُنْظُرْ حَالَنَا يَا حَبِيْبَ اللهِ اِسْمَعْ قَالَنَا
اِنَّنِيْ فِيْ بَحْرِ هَمٍّ مُّغْرَقٌ جُدْ يَدِيْ سَهِّلْ لَنَا اَشْكَالَنَا

পড়তে পড়তে রওযায়ে পাকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আশিকে মদীনার মেরাজের সময় হয়ে গেলো, এই দেখো! ঐ দেখা যায় সবুজ গম্বুজের সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক দৃশ্য! নূরানী রওযার দীদার করতেই আমীরে আহলে **সুন্নাত প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কিছুটা এভাবে সালাম নিবেদন করতে লাগলন:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ الله اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْنَ
اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سِرَاجَ السَّالِكِيْنَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ

কাঁদতে কাঁদতে মুখে কখনো দরুদ ও সালাম তো কখনো শাফায়াতের ভিক্ষা প্রার্থনা অব্যাহত আছে:

اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার নিকট শাফায়াতের ভিক্ষা চাই।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত দূর থেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আদব ও সম্মান সহকারে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কেঁদে

কেঁদে দরুদ ও সালামের উপহার অব্যাহত থাকে। খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত এই পংক্তিগুলো পাঠ করে হৃদয়োত্তাপ আরো বাড়িয়ে দিচ্ছিলেন।

মুজরিমোঁ কো শাহা বকশওয়াতা হে তু
আপনি উম্মত কি বিগড়ি বানাতা হে তু
গম কে মারো কো সিনে লাগাতা হে তু
গমযাদোঁ বে'কসু কা তু গমখোয়ার হে
তেরা সানী কাহাঁ! শাহে কউন ও মকাঁ
মুঝ সা আ'চি ভি উম্মত মে হোগা কাহাঁ!
তেরে আ'ফু ও করম কা শাহে দো জাহাঁ!
কিয়া কোয়ি মুঝ সে বড় কর ভি হকদার হে?

অতঃপর কাঁদতে কাঁদতে উল্টো হেঁটে গাড়িতে ফিরে এলেন, কেননা যখন কাবার দিকে পিঠ করা আদব নয় তবে কাবারই কাবার দিকে পিঠ কিভাবে করবে?

আমীরে হামযার মাযারে হাজিরী

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাজিরীর পর আমীরে আহলে সুন্নাত আশিকে রাসূল পাহাড়, জাবালে উহুদ শরীফের পাদদেশে অবস্থিত সাইয়্যিদুশ শুহাদা আমীরে তায়্যিবা, হযরত আমীরে হামযা ও অন্যান্য শুহাদায়ে উহুদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর মাযার

মুবারকে হাজিরী ও ফাতেহা খানির পর সেখানে উপস্থিত আশিকানে রাসুলের সাথে সাক্ষাৎ করেন।

মসজিদে নববী শরীফে হাজিরী

পরদিন সকালবেলা আমীরে আহলে সুন্নাত মসজিদে নববী শরীফে উপস্থিত হন। ধীর পায়ে হাঁটার ধরন মারহাবা! আশিকে মাহে রিসালত, আলা হযরতের নাতের পংক্তি মুখে অব্যাহত রয়েছে:

কিসমতে ছওর ও হেরা কা হিরস হে
চাহতে হে দিল মে গেহরা গার হাম
হাত উঠা কর এক টুকরা এ্যয় করিম!
হে সখি কে মাল মে হকদার হাম

(হাদায়িখে বখশীশ, ৮৩-৮৫ পৃষ্ঠা)

কখনো আলা হযরতের ভাই মাওলানা হাসান রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই পংক্তি পাঠ করছেন:

বখশওয়ানা মুঝ সে আছি কা রাওয়া হোগা কেয়সে
কিস কে দামন মে ছুপুঁ দামান তোমারা ছোড় কর

(যওকে নাত, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

অতঃপর এমন জায়গায় ইশরাক ও চাশতের নামায আদায় করলেন, যেখান থেকে সবুজ গম্বুজ শরীফ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه জীবনের মূল্যবান সময়, খুশির মুহূর্ত।

আল্লাহর রহমত অনবরত বর্ষণ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত প্রবল আকর্ষন ও আগ্রহ সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে দরুদ ও সালামের পুষ্পমাল্য প্রদান করতে থাকেন, এই সময় যখনই সবুজ গম্বুজের দিকে দৃষ্টি পড়তো, আদব ও শ্রদ্ধায় দু'হাত বেঁধে মাথা নত করে নিতেন এবং মনে মনে না জানিনা সত্যিকার আশিক তাঁর **মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট কি কি আবেদন করেছেন। ফিরার সময় গাড়িতে খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত এই নাতে পংতি পড়া শুরু করেন:

আ'স তুম পর লাগায়ে হুয়ে হে
লুতফ ও রহমত কা হি আ'সরা হে

মন প্রথম থেকেই রাসূলে প্রেমে ঘায়েল ছিলো, ইস্তিগাসার পংক্তি আরো প্রভাব সৃষ্টি করলো। আমীরে আহলে সুন্নাত উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কিছুটা এভাবে আবেদন করলেন: **ইয়া রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! গুনাহে পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়ে দিবেন না, আপন **প্রতিপালক** থেকে ক্ষমা করিয়ে দিন, জান্নাতে আপনার প্রতিবেশী বানিয়ে নিন। এখন তো জীবনের ক্ষণ ফুরিয়ে আসছে, বার্ধক্যও বেড়েই চলছে, নেকী করতে পারি না, যদি আপনি না বাঁচান তবে...

তিনি তাঁর নাতের কিতাব ওয়াসায়িলে বখশীশে লিখেন:

সফিনে কে পরখছে উড় চুকে হে যাওরে তুফাঁ সে
সাম্বালো! মে ভি ডুবা এ্যয় মেরী জাঁ ইয়া রাসুলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৪০ পৃষ্ঠা)

মদীনা পাক থেকে বিদায়

হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিদায়ের সময় যিয়ারতকারীদের যেই অবস্থা হয় তা বর্ণনাতীত, মদীনার অলি গলির বিচ্ছেদ কষ্ট দেয়। আমি মসজিদে নববী শরীফের চৌকাঠকে জড়িয়ে ধরে মানুষকে কাঁদতে দেখেছি। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৫০৬)**

বদন সে জান নিকালতি হে আহ সীনে সে
তেরে ফিদায়ি নিকালতে হে জব মদীনে সে
রওযা আচ্ছা যায়ির আচ্ছে আচ্ছি রাতেঁ আচ্ছে দিন
সব কুছ আচ্ছা এক রুকসত কি ঘড়ি আচ্ছি নেহি

মদীনা পাকে শেষ রাত

মদীনা পাকে প্রায় ৩৬ ঘন্টার সংক্ষিপ্ত হাজিরীর পর আমীরে আহলে সুন্নাতের মদীনা পাক থেকে বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে। তিনি মারকাযি মজলিশে শূরার সদস্য আলহাজ্ব সৈয়দ ইব্রাহিম শাহ সাহেব مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي এর জন্য এরূপ একটি লেখা লিখেন:

আফসোস! চন্দ ঘড়িয়াঁ তায়্যিবা কি রেহ গেয়ি হে
এ্যয় আঁখ! খুন রো লে তো রোনা হে জিস কদর

এটা লিখে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা পর (জান্নাতুল বক্বীতে জায়গা না পাওয়া অবস্থায়) সম্ভবত মদীনা ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। আহ! (২১ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ, ১৭-১১-২০২২ ইং)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিদায়ী হাজিরী

আজকের রাত মদীনা থেকে বিদায়ের রাত। **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে দরুদ ও সালাম নিবেদন করে আজ রাতে মদীনা পাক থেকে বিদায় নিতে হবে। এই যুগে যদি কোন সত্যিকার আশিকের আপন **মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে বিদায়ের অবস্থা দেখতে চান, তবে তারা যেনো আমীর আহলে সুন্নাতের মদীনা থেকে বিদায়ের দৃশ্য দেখে নেয়। এই হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য প্রত্যক্ষদর্শীর চোখ থেকেও অশ্রু প্রবাহিত হয়ে যায়। আমীরে আহলে সুন্নাত নিজের রুম থেকে কাঁদতে কাঁদতে, মদীনার দরজা দেয়ালে চুমু দিয়ে লিফটে প্রবেশ করলেন এবং লিফটের দেয়াল জড়িয়ে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে লাগলেন, এই অবস্থাতেই লিফট থেকে বের হয়ে গাড়িতে বসলেন এবং

জান্নাতুল বক্বী শরীফের দিকে বাইরের সড়ক থেকে সবুজ গম্বুজ শরীফের যিয়ারত করে কাঁদতে থাকেন। দরুদ ও সালাম নিবেদন করে যখন ফিরার সময় হলো, তখন এমনভাবে কাঁদলেন যে, সাথে থাকা আশিকানে রাসূলও তাদের আবেগ সংবরণ করতে পারলো না, অতঃপর ইসলামী ভাইয়েরা অগ্রসর হয়ে ধরলেন এবং .... এবং ... গাড়িতে বসে গেলেন।

গাড়ি ধীরে ধীরে মসজিদে নববী শরীফ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আশিকে মদীনা মদীনার বিরহ বিচ্ছেদে অশ্রুসিক্ত নয়নে মসজিদে নববী শরীফের গম্বুজ ও মিনার দেখছিলেন। হঠাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত ব্যাকুল হয়ে চিৎকার করে বললেন: এখন তো গম্বুজ শরীফও আর দেখা যাচ্ছে না... এতটুকু শুনতেই আশিকে রাসুলের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো।

কাঁদিয়ে দেয়ার মতো বাক্য

এই করুণ অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে মুখে এটা জারী হয়ে গেলো: আলবিদা **ইয়া রাসুলাল্লাহ**, আলবিদা **ইয়া রাসুলাল্লাহ**, **আক্বা!** মদীনা ছেড়ে যাচ্ছি, **আক্বা!** বারবার ডেকে নিবেন, **আক্বা!** অনুগ্রহ করবেন, শাফায়াত থেকে বঞ্চিত করবেন না, আমাদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান, সর্বদার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান, আপন **প্রতিপালকের** নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে

নিবেন। **ইয়া রাসুলাল্লাহ!** সমস্ত উম্মতের মঙ্গল হোক, শাহজাদাদের সদকা, আহলে বাইত ও সাহাবাদের সদকা, সকল **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা এবং ওয়ালীদের বিশেষভাবে শাফায়াতের আবেদন! **ইয়া রাসুলাল্লাহ!** দয়া করুন, শাফায়াতের ভিক্ষা দিয়ে দিন।

اَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আ'তে হুয়ে কিয়া সাহাল মদীনা কা সফর থা
জা'তে হে তো এক এক কদম রাহ কড়ি হে
রোতে হুয়ে পৌঁছে থে রোতে হুয়ে লৌটে হে
চন্দ ওয়াসাল কি ঘড়িয়াঁ থি আব হিজরে মদীনা হে

মদীনা পাক থেকে জেদ্দা শরীফ

মদীনা পাক থেকে ট্রেনে জেদ্দা শরীফ প্রত্যাবর্তন হলো, প্রায় সারা পথ আলবিদা কালাম শুনে শুনে আমীরে আহলে সুন্নাত মদীনার বিচ্ছেদে আফসোস করছিলেন, এই সফরে তিনি একজন মাদানী ইসলামী ভাইয়ের নামে মদীনা পাক থেকে বিচ্ছেদের বেদনাদায়ক অবস্থার বহিঃপ্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন:

"আহ! মদীনা দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলো। ট্রেন আমাকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আহ! এখন জেদ্দা শরীফে আসবে। অতঃপর... অতঃপর..."

আমীরে আহলে সুন্নাতের আরব শরীফের পবিত্র পরিবেশ থেকে বিচ্ছেদের শেষ মুহূর্ত ছিলো তাঁর পংতিগুলো প্রকৃত স্বরূপ:

মে শিকাস্তা দিল লিয়ে বু ঝল কদম রাখতা হুয়া
চল পড়া হু ইয়া শাহেনশাহে মদীনা আলবিদা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৩৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ❁❁❁ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত এই মুবারক সফরে বিভিন্ন জায়গায় কিছু আশিকানে রাসূলের নামে কিছু লিপিবদ্ধ করেছেন। তা প্রত্যক্ষ করুন এবং মদীনার স্মরনে হারিয়ে যান, যেমনটি তিনি বলেছেন না:

হাম মদীনা ঘুম আ'য়ে, জালিউঁ কো চুম আয়ে
জব কিসি নে ছেরি হে গুফতুগু মদীনে কি

আমীরে আহলে সুন্নাতের লিখাগুলোর ভিডিও দেখার জন্য এই Link এ Click করুন:
https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/120543
সম্পূর্ণ সফরের ভিডিও দেখার জন্য এই Link এ Click করুন:
https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/119527
মদীনা পাকে যাওয়ার অবস্থার দৃশ্য দেখার জন্য এই Link এ Click করুন:
https://www.ilyasqadri.com/medialibrary/124244

কেয়সি ওহ্ পুর কেয়ফ ঘড়ি থি

আল্লাহু গনি কেয়সি ওহ্ পুর কেয়ফ ঘড়ি থি
জব সামনে নযরো কে মদীনে কি গলি থি
নযরো সে লিয়ে বুসে কভি হোঁটোঁ সে চুমা
ইস শহর কি হার ছিয মুঝে খুব লাগি থি
লাজ পালো কে লাজ পাল কি চৌখাট পে খারা থা
কিসমত মেরি উস দর পে খাড়ি ঝুম রাহি থি
উস নাতে মুকাদ্দাস পে হার এক নাগমা তাসাদ্দুক
হাসসান নে জু নাত মদীনে মে পড়ি থি
কেয়ফিয়তে দিল কেয়সে বাতাওঁ তুমহে লোগো!
জব পেহলি নযর গুম্বদে খাযরা পে পড়ি থি
মুজরিম থা খাড়া সর কো ঝুকায়ে হুয়ে দর পর
আ'সু থে রাওয়াঁ এ্যয়সি কেহ সাওয়ান কি ঝড়ি থি
উস শহর কি যররে থে চমকতে হুয়ে তারে
হার চিয ওয়াহা নুর কে সাঞ্চে মে ঢালি থি
লে ডুবতে আমাল মেরে মুঝ কু নিয়াযি
জা পৌঁহচা মদীনে মেরি তাকদির ভালি থি

(মাওলানা আব্দুস সাত্তার খান নিয়াযী)

আল্লাহু

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

“যখন সফর থেকে কেউ ফিরে আসে, তখন পরিবারের জন্য কিছু না কিছু উপহার (অর্থাৎ Gift) নিয়ে আসুন, যদি থলেতে করে পাথরও হোক না কেন।” (৫৫০ সুন্নাত ও আদব, ১০২ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটা লিখার সময় মক্কায়ে মুকাররমার সুবাশিত পরিবেশে উপস্থিত রয়েছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه কিছুক্ষণ পর মদীনা শরীফের দিকে রওয়ানা হবো।

জলদ হাম আযিমে গুলযারে মদীনা হোঙ্গে اَلْحَمْدُ لِلّٰه

(আলহাজ্ব সৈয়দ আরিফ আলী শাহ সাহেবের খেদমতে প্রদান করার জন্য এই লিখাটি লিখেছি)

২১ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৬-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

(মদীনার পথের স্মৃতি)

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

“যে কোন রোগীকে দেখতে যায়, তবে আসমান থেকে একজন ঘোষনাকারী ঘোষনা করে: তোমাকে সুসংবাদ, তোমার চলা উত্তম আর তুমি জান্নাতের একটি মঞ্জিলকে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। (৫৫০ সুন্নাত ও আদব, ৭২-৭৩ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের ট্রেন মদীনার পানে অগ্রসর হচ্ছে, এই সময় এই লিখাটি লিখেছি, রুকনে শূরা হাজী ফুযাইল রযাকে উপহার স্বরূপ।

মদীনা কাছে এসেছে

২১ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৬-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

(মদীনা زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا এর স্মরণে)

“যমযমের পানিতে তাকালে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হয় এবং গুনাহ দূর হয়, তিন অঞ্জলি মাথায় দিলে অপমান ও অপদস্থতা থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয়।” (রফিকুল হারামাইন, ১২৩ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ ওমরা শরীফ করার পর এই লিখাটি লিখেছি।

নিগরানে শূরা হাজী ইমরান ও সকল আরাকিনে শূরা (দা’ওয়াতে ইসলামী) এর খেদমতেও এই ওমরার ইসালে সাওয়াব প্রদান করছি।

(صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد)

২০ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৫-১১-২২

মৃত্যু

(আবে যমযমের কুপ)

আল্লাহু

(মদীনার স্মৃতি)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: হে মানব তোমার দ্বীন ততক্ষণ পর্যন্ত বিশুদ্ধ হতে পারে না যতক্ষণ তোমার জিহ্বা সোজা হবে না আর তোমার জিহ্বা ততক্ষণ পর্যন্ত সোজা হবে না, যতক্ষণ তুমি আপন প্রতিপালককে লজ্জা করবে না। (রফিকুল হারামাইন, ১৩-১৪ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের উড়োজাহাজ জেদ্দা শরীফের পানে উড়াল দিয়েছে।

(হাজী মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী (নিগরানে পাক) এর খেদমতে উপহার)

(صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد)

১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু (মদীনার স্মৃতি)

সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"যে ব্যক্তি নিজের রাগকে সংবরন করবে, আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার প্রতি আপন আযাবকে আটকে রাখবেন।" (রফিকুল হারামাঈন, ১৫ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই বাক্যটি লিখার সময় আমাদের উড়োজাহাজ আরব শরীফের পরিবেশে আন্দোলিত হয়ে জেদ্দা শরীফের দিকে ধাবমান।

লো আয়া কেহ আব আয়া জেদ্দা কা সাহিল

আব আয়ে গা মক্কা, চলেঙ্গে মদীনা

(হাজী মুহাম্মদ আমিন আত্তারীর খেদমতে সফরে মদীনার স্মৃতিময় উপহার)

(صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد) ১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

“হেরমে মক্কায় করা একটি নেকী লক্ষ্য নেকীর সমান আর একটি গুনাহ লক্ষ্য গুনাহের সমান।”

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি লিখার সময় আমাদের উড়োজাহাজ জেদ্দা শরীফে দিকে উড়ছে।

(হাফিয মুহাম্মদ তাহির মাদানীর জন্য স্মৃতিময় উপহার)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

(হাজিরীয়ে মদীনার স্মৃতি)

(নূরানী কররে) আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের সাথে মাটির যেই অংশ লেগে রয়েছে, তা কাবা শরীফ থেকে বরং আরশ ও কুরসি থেকেও উত্তম।

আরশে উলা সে আলা পেয়ারে নবী কা রওযা

হে হার মকাঁ সে বালা পেয়ারে নবী কা রওযা[১]

[১] **রওযা অর্থাৎ বাগান। পংতিতে রওযা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ জায়গা, যেখানে পবিত্র শরীর তাশরীফ নিয়ে আছেন।**

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এবারের মদীনার হাজিরীর আজ প্রথম দিন। (এই লিখাটি হাজী আব্দুল হাবীব আত্তারীর জন্য উপহার)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد ২২ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৬-১১-২২

মৃত্যু

(আল্লাহু) (সফরে মদীনার স্মৃতি)

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাকের মহান বাণী:

“যে আমার হারামকৃত জিনিস থেকে নিজের দৃষ্টিকে নত করে নিলো (অর্থাৎ তা দেখা থেকে বিরত রইলো) আমি তাকে জাহান্নাম থেকে নিরাপত্তা দান করে দিবো।” (রফিকুল হারামাইন, ১৪ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের উড়োজাহা আরব শরীফের আকাশে উড়ছে।

উন সে সিওয়া কিসি কি দিল মে না আ’রযু হো

দুনিয়া কি হার তলব সে বেগানা বন কে জাওঁ

(উহুদ রযা আত্তারীর জন্য উড়ার সময়ের লিখিত উপহার)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু (সফরে মদীনার স্মৃতি)

“ঘুমানোর সময় একবার আয়াতুল কুরসী সর্বদা পাঠ করুন, কেননা এতে চোর ও শয়তান থেকে সর্বদা নিরাপদ্দা রয়েছে।” (রফিকুল হারামাইন, ৪২ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সফরে মদীনা অব্যাহত রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله অতিশীঘ্রই আমাদের উড়োজাহাজ জেদ্দা শরীফে অবতরন করবে।

সাহিলে জেদ্দা পে আব আপনা সফিনা আ’গেয়া
লো ওহ মক্কা আ’গেয়া, দেখো মদীনা আ’গেয়া

(اَلْحَمْدُلِلّٰه জেদ্দা শরীফ এসে গেছে)

(আলহাজ সৈয়দ সাজিদ শাহ সাহেবের খেদমতে স্মৃতিময় উপহার)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد ১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

আফসোস! চন্দ ঘড়িয়া তায়্যিবা কা রেহ গেয়া হে

এ্যয় আঁখ! খুন রো লে তো রোনা হে জিস কদর

এটি লিখার সময় থেকে প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পর (বক্বীতে জায়গা না পাওয়া অবস্থায়) মদীনার স্মৃতি ছুটে যাবে। আহ!

(আলহাজ্ব সৈয়দ ইব্রাহিম শাহ সাহেব এর জন্য....)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২১ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৭-১১-২২

মৃত্যু

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد　　(আহ! মদীনা ছুটে গেলো)

আল্লাহু

“মদীনা হলো বিশ্বজগতের রত্ন স্বরূপ”

হসরত ভরে দিলো সে হাম আয়ে হে লৌট কর

হে চাক চাক হিজর মে ইয়ে সীনা ও জিগর

আহ! মদীনা দৃষ্টি সীমা থেকে হারিয়ে গেছে, ট্রেন আমাকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আহ! এবার জেদ্দা শরীফ এসে গেলো... অতঃপর... অতঃপর.....

মদীনা ছুট কে বিরানা হিন্দ কা ছায়া

ইয়ে কোয়ি কেয়সা হাওয়াসো নে ইখতিলাল কিয়া

(হাজী আবু আতিফের জন্য উপহার)

২৩ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৭-১১-২২

মৃত্যু

(মদীনার বিচ্ছেদের স্মৃতি) আল্লাহু

(আলবিদা আহ! শাহে মদীনা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)

আফসোস ওয়াক্তে রুখসত নজদিক আ'রাহা হে

দিল গমকে গেহরে দরিয়া মে ডুবা জারাহা হে

আল্লাহ পাক আপনাকে ও সম্মানিতা আম্মাজান ও পরিবারের সকলকে বিনা হিসেবে মাগফিরাত দ্বারা ধন্য করুক। আমিন

আহ! মাত্র কয়েক মুহুর্ত পর, হয়তো মদীনা ছুটে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(মুফতী হাসসান মাদানীর জন্য উপহার)

২৩ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৭-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

(সফরে মদীনার স্মৃতি)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه এটি লিখার সময় উড়োজাহাজ আরব শরীফের সীমানায় প্রবেশ করে নিয়েছে। "নিয়্যত রয়েছে সফরে মদীনায় নিজের জন্য, সকল দা'ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা ও ওয়ালীদের জন্য এবং সকল আশিকানে রাসূলের জন্য দোয়া করতে থাকবো।" (মুসাফিরের দোয়া কবুল হয়ে থাকে)। "রফিকুল হারামাইন" ১৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক মুসলমানের অপর মুসলমানের জন্য অনুপস্থিতিতে যেই দোয়া প্রার্থনা করে, তা কবুল হয়ে থাকে।

(হাজী আবু রজব আসিফ মাদানীর জন্য মদীনার পথের স্মৃতিময় উপহার)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু (আহ! মদীনার বিচ্ছেদ)

চুপ গেয়া নিগাহোঁ সে, আহ! সব মদীনা কা

দিলকশ ও হাসিন মনযর, মে মদীনা ছোড় আয়া

দূর হো গেয়া সরকার! আহ! গমযাদা আত্তার

জলদ আও ফির দর পর, মে মদীনা ছোড় আয়া

(রুকনে শূরা হাজী ইয়াফুর রযা আত্তারীর খেদমতে মদীনার বিরহে নিমজ্জিত লিখিত উপহার...

এই বাক্যটি যদিও মদীনা পাকে লিখিনি, তবে যেই কাগজে লিখেছি তা মদীনা ঘুরে এসেছে)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১ জমাদিউল উলা ১৪৪৪ হিঃ

২৫-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু (আহ! মদীনার বিরহ)

“হে আল্লাহ পাক! সকল দা’ওয়াতে ইসলামী ওয়ালা ও ওয়ালীকে এবং সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করে দাও, আমার সকল মাদানী ছেলে ও মাদানী মেয়েদের জায়িয দোয়ার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করো। আমিন

এটি লিখার সময় মন ভারাক্রান্ত.... আহ!

কয়েক ঘন্টা পর মদীনা ছুটে যাবে।

আহ! মদীনা থেকে বিদায়ের

যন্ত্রণাদায় মুহুর্ত আসছে।

সকলে দা’ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি কাজ করতে থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد ২৩ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৭-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

(সফরে মদীনার স্মৃতি)

“অন্যকে দিয়ে দোয়া করানোতে বরকত অর্জিত হয়, নিজের জন্য অপরের দোয়া কবুল হওয়ার আশা বেশি হয়ে থাকে।” (রফিকুল হারামাইন, ১২-১৩ পৃষ্ঠা)

(اِنْ شَآءَ الله অতিশীঘ্রই আমাদের উড়োজাহাজ জেদ্দা শরীফের এয়ারপোর্টে অবতরন করবে)

(আলহাজ সৈয়দ ফুযাইল শাহ সাহেবের খেদমতে উপহার)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১৯ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৪-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

(আহ! মদীনা ছুটে গেলো)

হসরত ভরে দিলোঁ সে হাম আয়ে হে লৌট কর

হে চাক চাক হিজর মে ইয়ে সীনে ও জিগর

এই মুহুর্তে ট্রেন আমাকে মদীনা থেকে দূরে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আহ! বক্বী.....

হে আল্লাহ পাক! আমার একমাত্র মেয়ে ও তিন নাতনী এবং তাদের বংশকে বিনা হিসেবে ক্ষমা করে বারবার মদীনা দেখাও। আমিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২৩ রবিউল আখির ১৪৪৪ হিঃ

১৭-১১-২২

মৃত্যু

আল্লাহু

আফসোস! চন্দ ঘড়িয়া তায়্যিবা কি রেহ গেয়ি হে

এ্যয় আঁখ! খুর রো লে তো রোনা হে জিস কদর

আহ! মদীনা ছুটে যাচ্ছে

২৩ রবিউল আখির ১৪৪৪হিঃ

১১-১১-২২

মৃত্যু

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net